দৈনিক ইনকিলাব

2 1 JAN 1993

তারিখ 2 1 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ জাতীয় উন্নতির অন্তরায়

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বহুল প্রচলিত এ কথার সাথে এখন আর নতুন করে পরিচিত হবার দরকার বোধ হয় নেই। কারণ এখন প্রতিটি মানুষই শিক্ষা ছাড়া যে উন্নতি সম্ভব নয় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা পদ্ধতি কেমন হবে, কোন্ ধরনের শিক্ষা আমাদেরকে ধাপে ধাপে উন্নতির অভিষ্ঠ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে সেটাই আমার মূল আলোচ্য বিষয়। উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং সেই সাথে তারা দখল করছে পৃথিবীর শীর্ষস্থানগুলো। আমাদের দেশেও শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন এনে দিচ্ছে না, কেন? এর একমাত্র জবাব ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমনি করে কোন মৌলিক জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনিভাবেই ব্যবহারিক জীবনেও এর কোনো বাস্তব প্রতিফলন ঘটছে না। প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। এ ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় পাঠ্য বইয়ের সাথে জুড়ে দেয়া হচ্ছে যা থেকে শিক্ষার্থীরা কোন বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারছে না। যেমন ধরা যাক, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে "এসো নিজে করি"র মত বিরক্তিকর পাঠ। এতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যা করতে বলা হয়, তাতে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা তো অবাস্তব কল্পনা বটেই; বরং এদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তা নেই। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারিক কোন শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাদেরকে শুধু মুখস্তই করতে হচ্ছে। কিন্তু তারা কখনই অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে পানি সৃষ্টির রহস্য উৎঘাটন করতে পারে না।

—নাজমুল হুদা শামীম

এরপরে আসা যাক বর্তমানে প্রচলিত নবম-দশম শ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রসঙ্গে। এতে দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা MCQ পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রতিটি বিষয়ে ৫০০টি নির্ধারিত প্রশ্ন মুখস্ত করে এবং শতকরা ৫০% মার্কসের প্রস্তুতি নেয় যা করতে তাদেরকে কোন বেগ পেতে হয় না। আর এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তত্ত্বীয় প্রশ্নের উত্তর করতে অনুৎসাহী হতে দেখা যায়। যাদের কাছে একমাত্র পাশ করাটাই লক্ষ্য তাদেরকে বলতে শোনা যায় সারা বছর MCQ পড়ে ৫০-এ কমপক্ষে ৪০ তো পাবই পাস কোথায় যায়? তাদের কাছে পাস করাটাই মুখ্য। কিছু জানার আকুলতা তাদের মনে নেই।

বাস্তবে কিন্তু তাই ঘটেছে। এর প্রমাণ এ বছরের SSC পরীক্ষার অভাবনীয় রেজাল্ট। পাসের হার বেড়ে গেলেও শিক্ষার মান মোটেও বাড়েনি; বরং কমে গেছে অনেক। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই তাদের আশাতীত সাফল্যে হতবাক।

বৈষম্যমূলক শিক্ষা রয়েছে বিভিন্ন স্তরে। যেমন এসএসসি স্তরের একজন ছাত্র তার পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী সময় পায়। অথচ এইচএসসি পর্যায়ের একজন ছাত্র মাত্র ১৮-২০ মাস সময় পেয়ে থাকে যা তার জন্য কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়।

চলবে